সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ মাঘ, ১৪২২
০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

বাণী

দেশের বহুমাত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। তন্মধ্যে ১০ (দশ) টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সবাইকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

জনগণের কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং একই সাথে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ প্রদান করেছেন। উক্ত নির্দেশনার আলোকেই সরকার এ পর্যন্ত ৪৬ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে এবং স্থান নির্ধারণ করেছে।

বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতির ফলে দেশ ধারাবাহিকভাবে গত কয়েক বছর যাবৎ ৬.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। সরকারের গৃহীত এ সকল নীতির ফলে দেশে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের অনেক উন্নতি হয়েছে। দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ আরও অধিকমাত্রায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের উৎসাহ দেখাচ্ছে। চীন, জাপান ও ভারত সরকার ও বিনিয়োগকারীগণ এদেশে বিনিয়োগে বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে আসছে। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ সংশোধন করে জি টু জি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সরকারের শিল্পবান্ধব এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশে আগ্রহী হয়ে দেশী বিনিয়োগকারীরাও এগিয়ে আসছে। যে ১০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে তন্মধ্যে ৬টি ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত। সরকার বিনিয়োগকারীদের সব রকমের সহায়তা প্রদান করছে। ডেভেলপার ও ইউনিট বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে এবং "ওয়ান স্টপ" সার্ভিস কার্যক্রম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি আশা করছি দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এ সকল সুযোগ গ্রহণ করে অধিকমাত্রায় বিনিয়োগে এগিয়ে আসবেন এবং একই সাথে বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

আমি এ শুভ দিনে বেজা এবং ১০ (দশ)টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

(সুরাইয়া বেগম এনডিসি)

মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল
মৌলিক তথ্যাবলী

অবস্থান ঃ মিরসরাই উপজেলা, চট্টগ্রাম।
আয়তন ঃ ১৫,০০০ একর (প্রাথমিক পর্যায়)।
যোগাযোগ ব্যবস্থা
ঃ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী নৌ-যোগাযোগ সুবিধা;
ঃ ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংলগ্ন;
ঃ ঢাকা - চট্টগ্রাম রেলযোগাযোগ হতে ১৮ কি. মি.;
ঃ চট্টগ্রাম বিমানবন্দর হতে ২ ঘন্টার দূরত্ব।

সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক
মৌলিক তথ্যাবলী

অবস্থান ঃ টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার।
আয়তন ঃ ১০২৭ একর।
যোগাযোগ ব্যবস্থা
ঃ টেকনাফ পৌরসভার সন্নিকটে;
ঃ টেকনাফ স্থলবন্দর হতে ৩০ মিনিটের দূরত্ব;
ঃ বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী কক্সবাজার - সাবরাং মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন।

শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল
মৌলিক তথ্যাবলী

অবস্থান ঃ শেরপুর, মৌলভীবাজার।
আয়তন ঃ ৩৫২ একর।
যোগাযোগ ব্যবস্থা
ঃ ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক সংলগ্ন;
ঃ ঢাকা হতে সড়ক পথের দূরত্ব ৩ ঘন্টা;
ঃ সিলেট বিমানবন্দর থেকে ৪৫ মিনিটের দূরত্ব;
ঃ ঢাকা-সিলেট রেললাইন সংলগ্ন;

Bangladesh: An attractive destination for business

Japan External Trade Organization (JETRO) in its 2014-15 survey mention that Bangladesh has continued to be an attractive destination for Japanese companies to do business due to its lower production cost and labor wage compared to those of 19 countries in Asia and Oceania. In comparison to Japan, the cost of production in Bangladesh is less than half, (49.5 percent), while it is 81.9 percent in China, 73 percent in Vietnam and 80.6 percent in India.

নির্বাহী চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়

২১ মাঘ, ১৪২২
০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬

বাণী

বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, ব্যাপক কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও সেবা খাতে উন্নত প্রযুক্তি আকর্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) আগামী পনের বছরে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান এবং অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানী আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৪৬ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে এবং আরো ১৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব, বেসরকারী খাত ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য জি টু জি ভিত্তিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, অফ ও অন সাইট অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিশ্ব ব্যাংক, ডিএফআইডি ও জাইকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। জোন উন্নয়নের সাথে সাথে বেজা'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে।

অর্থনৈতিক অঞ্চলের ডেভেলপার ও শিল্প ইউনিটগুলোর জন্য সরকার অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, যা এ অঞ্চলের দেশগুলোর শিল্প প্রণোদনার সাথে প্রতিযোগীতামূলক হিসেবে বিবেচিত। জোন এলাকায় ব্যবসা পরিচালনার জন্য যে সকল অনুমতি পত্র প্রয়োজন সে সকল সেবা "ওয়ান স্টপ" সেবা কার্যক্রমের আওতায় প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী সংস্থাসমূহ চমৎকার সহযোগীতা প্রদান করছে এবং বেজা'র সাথে প্রকৃত অর্থে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠায় অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে।

বেসরকারী খাতকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসাবে অধিকতর জাতীয় ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত করার যে স্বপ্ন দেখেন তা রুপায়নে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ নিরলস প্রচেষ্টা চালাবে এবং দেশের প্রথম ১০ (দশটি) অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডের শুভ উদ্বোধন দেশে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি।

(পবন চৌধুরী)
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)

AMEZ

বাণী

উত্তম নেতা তার লোকজনকে এতটাই তীব্রতার সাথে ভালবাসেন যে তিনি তাঁদের আত্মার অন্তস্থলটুকু দিব্যচোখে দেখেন, আর তাদের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্খাগুলিকে মূর্ত করে তোলেন। চরম আত্মোৎসর্গ করে হলেও তিনি প্রস্তুত থাকেন তাঁর জাতিকে নিজের ভাগ্য নির্মাণের ব্রতে ।

আমাদের মহান নেত্রী সেটা বুঝেন, আর সে কারনেই তিনি এই জাতির বিনির্মাণ যজ্ঞে একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে চান। তাঁরই অনুজ্ঞায় আবদুল মোনেম ইকোনমিক জোন গর্বের সাথে বেসরকারি এই জোন স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। জোনটি প্রায় সত্তরটি শিল্প স্থাপনে সর্বাঙ্গীন সহায়তা দিয়ে ৩০০ একরেরও বেশী জমি ভবন ও শিল্প নির্মাণের উপযোগী করে তুলেছে। জাতির নেত্রীর পূর্ণ সহায়তা ও দৃঢ় হস্তধারণকে সম্বল করে জোনটি এক লক্ষাধিক লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। জোনটির অবস্থান শিল্প স্থাপনের জন্য আদর্শ, এর প্রস্তুতি বিশ্বমানের। আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, বিনিয়োগকারী যা পেতে পারেন সবই দিয়ে জুগিয়ে যাবো অগ্রগতির পথে, যেমনভাবে আমাদের জাতীয় নেত্রী জাতির ভাগ্যরচনার ব্যাপারে অবিচল অগ্রযাত্রা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

এএসএম মাঈনউদ্দিন মোনেম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
আবদুল মোনেম ইকোনমিক জোন লিমিটেড

কাজ করি দেশ গড়ি | aman group

বাণী

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পৃথিবীতে দেশের অবস্থান সুসংহত করতে বিশ্ববরেণ্য জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুস্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ করেছেন রূপকল্প - ২০২১। আর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে দেশ পরিচালনায় অপরিসীম দৃঢ়তা, অভাবনীয় দূরদর্শীতা ও আধুনিক চিন্তাধারায় দেশকে শিল্পায়নের শিখরে নিয়ে যেতে আজকের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল একটি মাইল ফলক।

এই মাইলফলকে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্রিয় সারথী হয়েছে আমান গ্রুপ। আমাদের ইতিহাসের অমলিন ঐতিহ্যে স্মারক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে ১৫০ একর এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে 'আমান অর্থনৈতিক অঞ্চল'। বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চলের আওতায় এই অঞ্চল গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক সহযোগিতা পেয়ে আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আশা করছি, এখানে গড়ে ওঠা আমান গ্রুপের ৭টি শিল্প থেকে দেশের শিল্পায়নে অগ্রনী ভূমিকা রাখবে। প্রায় ১৫ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও বলিষ্ঠ অবদান রাখবে ইনশা অল্লাহ।

Rafiqul Islam
Chairman & MD

AKK
A.K.KHAN & COMPANY LTD.

বাণী

এ কে খান এন্ড কোং লিঃ বিগত ৬৭ বছর ধরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা মূলক ব্যবসায়িক পরিমন্ডলে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৩ শতাংশ। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করতে এবং এ দেশের দারিদ্রতার সীমা ৪০ শতাংশ (বর্তমান) হতে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনতে জিডিপির হার ৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন।

এ কে খান প্রাইভেট অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের (এফডিআই, ডিআই) আকর্ষন, জিডিপির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করন যা উপরোল্লিখিত লক্ষ্যে পৌছাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ব্যবসা বানিজ্য ও যোগাযোগের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে একেপিইজেড বাংলাদেশ ছাড়াও বঙ্গোপসাগর বিধৌত দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের জন্য একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবক স্বরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন ঃ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি, প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, পোষাক শিল্প ইত্যাদি একেপিইজেড এ স্থান পাবে। উল্লেখিত শিল্প কারখানা ছাড়াও একেপিইজেড এ আরো অন্যান্য বৃহত সমন্বিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকবে যারা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পাবে। একটি আধুনিক অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল একেপিইজেড এর অংশ হিসেবে বিদ্যমান থেকে নদী পথে নিরাপদে কার্গো বা মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে সড়ক পথে পরিবহনের সময় ও খরচ কমিয়ে একটি অত্যাধুনিক লজিষ্টিক সাপোর্ট প্রদানকারী ব্যবসা কেন্দ্রে পরিনত হবে।

উপরোল্লিখিত সুবিধা সমূহের আলোকে আমি সকল সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদেরকে আমাদের এ কে খান প্রাইভেট ইকোনমিক জোনে স্বাগত জানাচ্ছি যা বাংলাদেশে আপনার বিনিয়োগকে সর্বোত্তম পরিবেশ প্রদান করবে।

সালাহউদ্দিন কাসেম খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও
এ কে খান এন্ড কোং লিঃ

Bay

বে অর্থনৈতিক অঞ্চল

বাণী

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টির ফলে এবং তাঁরই চিন্তাধারায় এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল"। জাতির জনকের স্বপ্ন সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় এ উ দ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় । অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার ফলে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের পথ সহজতর হবে, পাশাপাশি দেশের প্রতিথযশা বিনিয়োগকারীগণও দ্রুত শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবেন। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সম্প্রসারণ তথা দেশীয় রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি ও লক্ষ মানুষের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ দেশ ২০২১ সালে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগের সমর্থনে আমরা গাজীপুরে "বে-অর্থনৈতিক অঞ্চল" নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বে গ্রুপ- বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা মূলত চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পে নিয়োজিত। আমরা পৃথিবীর স্বনামধন্য ব্রান্ডের জুতা তৈরী ও রপ্তানি করছি। এর ধারাবাহিকতায় ব্যবসায় সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে আমরা "বে অর্থনৈতিক অঞ্চল " প্রতিষ্ঠা করেছি। এর মাধ্যমে আমরা দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশীদার হতে চাই। আমরা বেজা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে শিল্প কার্যক্রম বসানোর মত উপযুক্ত অবকাঠামোসহ অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের দূরদৃষ্টির ফলে অচিরেই গার্মেন্টস, চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ, পাদুকা, ইলেক্ট্রনিকস ও আইটি সহ অন্যান্য খাতে শিল্প স্থাপন করে বাংলাদেশ বিশ্বে তার অবস্থানকে সুসংহত করবে ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই ।

জিয়াউর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

MEGHNA GROUP OF INDUSTRIES

বাণী

দেশে ৬টি বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল ও ৪টি PPP মডেলের অর্থনৈতিক অঞ্চলের গ্রাউন্ড ব্রেকিং কার্যক্রম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের প্রথিতযশা শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ-কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ' (বেজা) কর্তৃক মেঘনা ইকোনমিক জোন ও মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন নামে ২টি প্রাক-যোগ্যতা পত্র ইস্যু করায় আমি 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ' (বেজা) কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক আর্থ সামাজিক তথা শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, GDP বৃদ্ধিতে অবদান, FDI বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা পালনের একজন গর্বিত অংশীদার হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রাইভেট সেক্টর দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

সর্বোপরি আমাদের দক্ষ জনবল সড়ক ও নদীপথে সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিজস্ব Logistics Support বিদ্যমান থাকায় নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি অন্যান্য দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীগণকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে উক্ত ২টি জোনকে সফল করতে পারব বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের সার্বিক কার্যক্রম সফলতা লাভ করুক এই প্রত্যাশা করছি।

মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
মেঘনা ইকোনমিক জোন লিমিটেড ও
মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিমিটেড।

POWERPAC ECONOMIC ZONE (PVT.)

Message

At the outset, I would like to express my sincere gratitude to BEZA and the Bangladesh Government for giving us (PowerPac Economic Zone (pvt.) Ltd.) the opportunity to develop the pioneer Economic Zone in Bangladesh under the Public-Private Partnership (PPP) model at Mongla. I feel delighted to inform that the construction at the site is fully under way and is expected to be completed by 2018. Plots are likely to be available to the unit investors from 2016.

line with BEZA's aim of establishing EZs at sites with excellent location and connectivity, the site at Mongla enjoys its proximity to the Mongla port, Jessore Airport and the Jessore-Khulna-Mongla Road. Readily available developed land, power and water supply will be of immense help to the various unit investors coming to Mongla.

These EZs will become all the more attractive for investors with the attractive incentive structure and One-Stop Services being provided by BEZA. With all these features, I believe Mongla EZ and also the upcoming Mirshorai EZ have great potential to turn into premium investment destinations in Bangladesh.

RON HAQUE SIKDER
Managing Director

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়